আল-ফাতিহা | Al-Fatiha | ٱلْفَاتِحَة

আয়াতঃ ১ : ৫

আরবি মূল আয়াত:

اِيَّاكَ نَعبُدُ وَ اِيَّاكَ نَستَعِينُ ؕ﴿۵﴾

অনুবাদসমূহ:

আপনারই আমরা ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট আমরা সাহায্য চাই। — আল-বায়ান

আমরা কেবল তোমারই ‘ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। — তাইসিরুল

আমরা আপনারই ইবাদাত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি। — মুজিবুর রহমান

It is You we worship and You we ask for help. — Sahih International

৫. আমরা শুধু আপনারই ইবাদাত(১) করি(২) এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি(৩),

১. ইবাদত কথাটি শ্রবনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি কথা মনের পটে জাগ্রত হয়। প্রথম এই যে, যে বন্দিগি স্বীকার করেছে সে বান্দা ছাড়া আর কিছুই নয়, বান্দা হওয়া ও বান্দা হয়ে থাকাই তার সঠিক মর্যাদা। দ্বিতীয় এই যে, এমন একজন আছেন যাঁর বন্দেগী করা হচ্ছে, যার বান্দা হয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছে। তৃতীয়, যার বন্দেগী করা হচ্ছে, তার তরফ হতে নিয়ম ও বিধি বিধান নাযিল হচ্ছে এবং যে বন্দেগী করছে, সে তাঁকে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তার বিধানকেও পুরোপুরি মেনে নিচ্ছে। আর চতুর্থ এই যে, কাউকেও মাবুদ বলে স্বীকার করা এবং তাঁর দেয়া দেয়া বিধি বিধান পালন করে চলার একটি অনিবার্য ফলাফল রয়েছে, যে ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রেখেই এ বন্দেগীর কাজ করা হচ্ছে। ইবাদতের পূর্ণাঙ্গ ভাবধারায় ইবাদত-বন্দেগী করা; আনুগত্য করা, আদেশ নিষেধ মেনে চলা এবং বান্দা হয়ে থাকা, বান্দা হওয়ার লক্ষ্যে এ কথা কয়টি অবশ্যই স্পষ্ট হতে হয়।

মূলত ইবাদত শব্দের অর্থ আরও গভীরভাবে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। ইবাদত ও উবুদিয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে الذلة বা অবনতি স্বীকার, দলিত মথিত হওয়ার হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা। পরিভাষায় শব্দটি দ্বারা যদি فعل العابد দাসের কাজ বা কিভাবে দাস তাঁর দাসত্ব বা ইবাদত করবে সেটা উদ্দেশ্য হচ্ছে তখন এর সংজ্ঞা হচ্ছে, ما يجمع كمال المحبة এমন কোন কিছুর নাম যাতে পরিপূর্ণ ভালোবাসা বিনয় ও ভীতি এসব কয়েকটি ভাবধারা সমন্বিতভাবে পাওয়া যায়। [ইবনে কাসির] পক্ষান্তরে যদি ইবাদত বলতে المتعبد به 'কিসের মাধ্যমে ইবাদত করতে হবে' সেটা উদ্দেশ্য হয় তখন তার সংজ্ঞা হচ্ছে, اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة আল্লাহ যা পছন্দ করেন ও ভালবাসেন এমন প্রত্যেকটি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কথা ও কাজের নাম হচ্ছে ইবাদাত। [মাজমু ফাতাওয়া]

সুতরাং কোন কিছু আল্লাহর দরবারে ইবাদত হিসেবে কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত অবশ্যই থাকবে। প্রথমতঃ

সেটা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হতে হবে। তাতে থাকবে পরিপূর্ণ ভালোবাসা, বিনয় ও ভীতি। যাকে ইখলাস বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ সেটা হতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কোন কথা ও কাজ আল্লাহর কাছে প্রিয় ও তিনি পছন্দ করেন সেটা একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে আমরা লাভ করেছি। সুতরাং কোনো কাজ ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হওয়ার জন্য দ্বিতীয় এ শর্তটি অবশ্যই পাওয়া যেতে হবে। মূলত এই আয়াতগুলোতে ইসলামের মূল কালেমা لا اله الا الله এর তত্ত্বমূলক অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এক কথায় আয়াতের অর্থ ইবাদত কেবল আল্লাহরই করব, মা'বুদ কেবল তাকেই বানাব, তিনি ছাড়া আর কারও দাসাওত্ব কবুল করব না। [আদওয়াউল বায়ান]

২. আল্লাহ তাআলার পূর্বোল্লিখিত গুণাবলীর প্রতি যাদের ঈমান স্থাপিত হয়, যারা আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ, সৃষ্টি জগতের একচ্ছত্র রব্ব্, আর রহমান, আর রহীম ও বিচার দিনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিপতি বলে মেনে নেয়, তাদের পক্ষে সেই আল্লাহর পরিপূর্ণ দাসত্ব কবুল করা- কেবল তারই ইবাদাত, আনুগত্য ও আদেশ পালন করা ছাড়া যেমন কোন উপায়ই থাকতে পারে না, তেমনি এটা ব্যতীত তাদের জীবনে আর কোন কাজ বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। মূলত সেই উদ্দেশ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ঘোষণা করেনঃ "মানুষ ও জিন্ন জাতিকে এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছে যে তারা (স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে) কেবল আমারই দাসত্ব বন্দিগী করবে। [সূরা আয যারিয়াতঃ ৫৬] অর্থাৎ আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করাই হচ্ছে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা ছাড়া আর কিছুই নেই-হতে পারে না। একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করার অর্থ, মানুষ নিজেকে একমাত্র আল্লাহর মালিকানাধীন সত্তা স্বীকার করবে ও নিজকে তার খাঁটি দাস বানিয়ে নেবে।

অতএব মানুষ নিজে মা'বুদ বা পূজ্য-উপাস্য-আরাধ্য ও সার্বভৌম হতে পারে না, এ অধিকার একমাত্র আল্লাহর। মানুষ যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন সত্তার পূজা-উপাসনা করে, মূল সৃষ্টি কার্যে কিংবা বিশ্ব-পরিচালনা রিযিকদান ও সৃষ্টির হেফাজতের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া বা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো শক্তিকে স্বীকার করে, তবে তা আকিদা ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে সুস্পষ্টভাবে শির্ক হবে। পক্ষান্তরে এসব দিক দিয়ে একমাত্র আল্লাহকে স্বীকার করলেও মানুষের বাস্তব জীবন ক্ষেত্রে ও সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি মেনে নেয়া হয় আল্লাহ ছাড়া অপর কোন শক্তিকে-কোন পীর-আলেম, কোন নেতা, সমাজপতি, কোন বিচারক ও রাষ্ট্রপ্রধানকে, তবে তাতেও অনুরূপভাবে শির্ক হবে, আল্লাহর ইবাদত কিছুমাত্র আদায় হবে না। কেননা মানুষকে যে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা কেবল হৃদয়গত বিশ্বাস ইবাদত বন্দেগীর অনুষ্ঠানে হাজির হতে পারে না; কারণ কেবল এর নাম ইবাদত নয়। ইবাদতের কাজে বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়ার সাথে ইবাদত-বন্দেগীর পরও বাস্তব আনুগত্য ও অনুসরণ করার ব্যাপারটি পুরোপুরি রয়েছে। কাজেই এর একাংশের কাজ আদায় করলে তাতে আল্লাহর উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে না। এরূপ করলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর সম্মুখে কঠিন প্রশ্ন উপস্থাপিত হবে, "তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের একাংশে ঈমান আনো আর অপর অংশে কর কুফুরী? অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এরূপ করবে, তাদের একমাত্র শাস্তি তো এই যে, দুনিয়ার জীবনে তাদের অপরিসীম লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা হবে এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিনতম আজবের দিকে নিক্ষেপ করা হবে। আর আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বাস্তবিকই বে-খবর নন। [সূরা আল-বাকারাঃ ৮৫]

৩. মানুষ স্বভাবতই দুর্বল। তার ক্ষমতা বিভিন্ন দিকে যত বেশিই হোক না কেন, তা সীমাবদ্ধ। অসীম ক্ষমতা কোন মানুষেরই নেই। মানুষ তার দাবি করতে পারে না। সেজন্য প্রত্যেক মানুষই কোন অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন সত্তার

আশ্রয় নিতে, তার মর্জির নিকট নিজকে একান্তভাবে সোপর্দ করে দিতে বাধ্য হয়। এরূপ শক্তির আধার হিসেবে যারা আল্লাহকে স্বীকার করে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার ও অন্য শক্তির অস্বীকারকারী; পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে স্বীকার করে না, স্বীকার করে কোন দেব-দেবী, কোন মৃত বা জীবিত পীর বুজুর্গ কিংবা কোন রাষ্ট্র শক্তি বা কোন বিভাগীয় প্রধানকে, তারা তাদেরই প্রতি ঈমানদার; আর আল্লাহর প্রতি কাফির। দুনিয়ার বিপদ আপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে সঠিক উন্নতি লাভ করার উদ্দেশ্যে উল্লেখিত প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিরা তাদের মা'বুদের নিকট আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করতে বাধ্য। তাদের মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য বাস্তব দিক দিয়েও। এরূপ সাহায্য ও আশ্রয় ব্যতীত মানুষ বিপদ হতে উদ্ধার পেতে পারে না। মানুষ যখন নিজের অক্ষমতা ও অসহায়তা তীব্রভাবে অনুভব করে, মনের ঐকান্তিক তাগিদেই সে এক মহানুভব অসিম শক্তির সমীপে আত্মনিবেদিত হতে ও তাঁর প্রত্যেক্ষ সাহায্য প্রার্থনা করতে একান্তভাবেই বাধ্য হয়।

তাই আল্লাহর বান্দা এখানে ঘোষণা করছে যে, যেহেতু আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ক মাবুদ নেই-থাকতে পারে না, সেজন্য আমি আল্লাহর বন্দেগী কবুল করেছি। অন্যভাবে বলা যায়, প্রকৃত সাহায্য করার ও বিপদ-আপদে আশ্রয় দান করারও কোন অধিকার এবং ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নেই। সেজন্য এ সাহায্য ও আশ্রয়- হে আল্লাহ তোমারই নিকট প্রার্থনা করছি এবং ঘোষণা করছি যে, এই দুনিয়ার যেখানে যেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সাহায্যকারী ও আশ্রয়দাতা সেজে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সবাই মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ এবং যেসব লোক আল্লাহকে ত্যাগ করে অপর কোন সত্তার নিকট সাহায্য পাওয়ার আশায় তাদেরই পদতলে মাথা লুটাচ্ছে, তারা সব ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। আপনার সাহায্য ব্যতীত আমি ইবাদাতটুকুও সঠিকভাবে করতে পারবো না। আপনার সাহায্য পেলেই তবে আমি শয়তানের কবল থেকে মুক্ত থাকতে পারব। আপনার সাহায্যে আমি আমার নফসের খারাপ আহ্বান থেকে মুক্ত থাকতে পারব। সুতরাং একমাত্র আপনার কাছে সাহায্য চাই আর কারো কাছে নয়।

আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সাহায্য গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণতঃ চার দলে বিভক্ত: তাদের একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চায়। তারা হচ্ছে প্রকৃত ঈমানদার। দ্বিতীয় দলটি একমাত্র ইবাদত করে সত্য কিন্তু আল্লাহর প্রদর্শিত পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণের পাশাপাশি অন্য কিছুর সাহায্য গ্রহণ করে। তারা গুনাহগার উম্মত। তৃতীয় দলটি আল্লাহ ছড়া অন্য কিছুরও ইবাদাত করে থাকে। কিন্তু তারা আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়। এরা আরবের মুশরিকদের মত। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের ইবাদাত করে থাকে, কিন্তু তারা বিপদে পড়লে আল্লাহর সাহায্য চায়। চতুর্থ দলটি এমন যারা আল্লাহর ইবাদতও করে না, তার কাছে সাহায্যও চায় না। তারা হচ্ছে নাস্তিক যিন্দীক। [মাদারিজুস সাকেলীন]

তাফসীরে জাকারিয়া

(৫) আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

ইবাদতের অর্থ হল, কারো সন্তুষ্টি লাভের জন্য অত্যধিক কাকুতি-মিনতি এবং পূর্ণ নম্রতা প্রকাশ করা। আর ইবনে কাসীর (রঃ) এর উক্তি অনুযায়ী ‘শরীয়তে পূর্ণ ভালবাসা, বিনয় এবং ভয়-ভীতির সমষ্টির নাম হল ইবাদত।’ অর্থাৎ, যে সত্তার সাথে ভালবাসা থাকবে তাঁর অতিপ্রাকৃত মহাক্ষমতার কাছে অসামর্থ্য ও অক্ষমতার প্রকাশও হবে এবং প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত শক্তি দ্বারা তাঁর পাকড়াও ও শাস্তির ভয়ও থাকবে। এই আয়াতে সরল বাক্য হল, [نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِيْنُكَ] (আমরা তোমার ইবাদত করি এবং তোমার কাছে সাহায্য চাই।) কিন্তু মহান আল্লাহ এখানে مفعول (কর্মপদকে) فعل(ক্রিয়াপদ)-এর আগে এনে [إِيَاكَ نَعْبُدَ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيْنُ] বলেছেন। আর এর উদ্দেশ্য

বিশেষত্ব সৃষ্টি করা। (যেহেতু আরবী ব্যকরণে যে পদ সাধারণতঃ পরে ব্যবহার হয় তা পূর্বে প্রয়োগ করা হলে বিশেষত্বের অর্থ দিয়ে থাকে।) সুতরাং এর অর্থ হবে, 'আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই।' এখানে স্পষ্ট যে, ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়েয নয়, যেমন সাহায্য কামনা করাও তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে বৈধ নয়। এই বাক্য দ্বারা শির্কের পথ বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যাদের অন্তরে শির্কের ব্যাধি সংক্রমণ করেছে, তারা লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা ও অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনার মধ্যে পার্থক্যকে দৃষ্টিচ্যুত ক'রে সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। তারা বলে, দেখুন! যখন আমরা অসুস্থ হই, তখন সুস্থতার জন্য ডাক্তারের নিকট সাহায্য চাই। অনুরূপ বহু কাজে স্ত্রী, চাকর, ড্রাইভার এবং অন্যান্য মানুষের কাছেও সাহায্য কামনা করি। এইভাবে তারা বুঝাতে চায় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছেও সাহায্য কামনা করা জায়েয। অথচ প্রাকৃত বা লৌকিক সাহায্য একে অপরের নিকট চাওয়া ও করা সবই বৈধ; এটা শির্ক নয়। এটা তো মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এমন এক নিয়ম-নীতি, যাতে সমস্ত লৌকিক কার্য-কলাপ বাহ্যিক হেতুর ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এমন কি নবীরাও (সাধারণ) মানুষের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। ঈসা (আঃ) বলেছিলেন, [مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ] অর্থাৎ, কারা আছে যারা আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? (সূরা আলে ইমরান ৫২ আয়াত) আর আল্লাহ তা'য়ালা মু'মিনদেরকে বলেন, [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى] অর্থাৎ, তোমরা নেকী এবং আল্লাহভীতির কাজে একে অন্যের সাহায্য কর। (সূরা মাইদাহ ২ আয়াত) বুঝা গেল যে, এ রকম সাহায্য (চাওয়া ও করা) নিষেধও নয় এবং শির্কও নয়। বরং তা বাঞ্ছনীয় ও প্রশংনীয় কাজ। পারিভাষিক শির্কের সাথে এর কি সম্পর্ক? শির্ক তো এই যে, এমন মানুষের কাছে সাহায্য কামনা করা যে বাহ্যিক হেতুর ভিত্তিতে কোন সাহায্য করতে পারবে না। যেমন, কোন মৃত ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করা, তাকে বিপদ থেকে মুক্তিদাতা এবং প্রয়োজন পূরণকারী মনে করা, তাকে ভাল-মন্দের মালিক ভাবা এবং বিশ্বাস করা যে, সে দূর এবং নিকট থেকে সকলের ফরিয়াদ শোনার ক্ষমতা রাখে। এর নাম হল, অলৌকিক পন্থায় সাহায্য চাওয়া এবং তাকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা। আর এরই নাম হল সেই শির্ক, যা দুর্ভাগ্যক্রমে অলী-আওলিয়াদের মহববতের নামে মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। أعاذنا الله منه

তাওহীদ তিন প্রকারের। এখানে মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাই তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রকারের কথা উল্লেখ করে দেওয়া সঙ্গত মনে হয়। এই প্রকারগুলো হলঃ তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ (প্রতিপালকত্বের একত্ববাদ), তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (উপাস্যত্বের একত্ববাদ) এবং তাওহীদুল আসমা অসসিফাত (নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ)।

১। তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহর অর্থ হল, এই বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, মালিক, রুযীদাতা, নিয়ন্তা ও পরিচালক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। নাস্তিক ও জড়বাদীরা ব্যতীত সকল মানুষই এই তাওহীদকে স্বীকার করে। এমনকি মুশরিক (অংশীবাদী)রাও এটা বিশ্বাস করতো এবং আজও করে। যেমন ক্বুরআন কারীমে মুশরিকদের এ তাওহীদকে স্বীকার করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, "তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? কে জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করেন এবং কেই বা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তারা বলবে, আল্লাহ।" (অর্থাৎ, সমস্ত কর্ম সম্পাদনকারী হলেন আল্লাহ।) (সূরা ইউনুসঃ ৩১) অন্যত্র বলেছেন, "যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।" (সূরা যুমার ৩৮) তিনি আরো বলেছেন, "জিজ্ঞেস কর, এই পৃথিবী এবং এতে যা আছে তা কার, যদি তোমরা জানো ?

তারা ত্বরিৎ বলবে, আল্লাহর; বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না ? জিজ্ঞেস কর, কে সপ্তাকাশ ও মহা আরশের অধিপতি ? তারা বলবে, আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না । জিজ্ঞেস কর, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে; যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর উপর আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জানো ? তারা বলবে, আল্লাহর। (সূরা মু'মিনুন ৮৪-৮৯) এ ছাড়াও আরো অনেক আয়াত আছে।

২। তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর অর্থ হল, সর্ব প্রকার ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহকে মনে করা। আর ইবাদত সেই সব কাজকে বলা হয়, যা কোন নির্দিষ্ট সত্তার সন্তুষ্টি লাভের আশায় অথবা তাঁর অসন্তুষ্টির ভয়ে করা হয়। (অন্য কথায়ঃ ইবাদত প্রত্যেক সেই গুপ্ত বা প্রকাশ্য কথা বা কাজের নাম, যা আল্লাহ পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।) সুতরাং কেবল নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জই ইবাদত নয়, বরং কোন সত্তার নিকট দুআ ও আবেদন করা তার নামে মানত করা, তার সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা, তার তাওয়াফ করা এবং তার কাছে আশা রাখা ও তাকে ভয় করা ইত্যাদিও ইবাদত। তাওহীদে উলূহিয়্যাহ হল (উল্লিখিত) সমস্ত কাজ কেবল মহান আল্লাহর জন্য সম্পাদিত হওয়া। কবরপূজার ব্যাধিতে আক্রান্ত আম-খাস বহু মানুষ তাওহীদে উলূহিয়্যাতে শির্ক করছে। উল্লিখিত ইবাদতসমূহের অনেক প্রকারই তারা কবরে সমাধিস্থ ব্যক্তিদের এবং মৃত বুযুর্গদের জন্য ক'রে থাকে যা সুস্পষ্ট শির্ক।

৩। তাওহীদুল আসমা অসসিফাত হল, মহান আল্লাহর যে গুণাবলী ক্বুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলিকে কোন রকমের অপব্যাখ্যা এবং বিকৃত করা ছাড়াই বিশ্বাস করা। আর এই গুণাবলীর অনুরূপ অধিকারী (আল্লাহ ছাড়া) অন্য কাউকে মনে না করা। যেমন, অদৃশ্য জগতের জ্ঞান (গায়বী খবর) রাখা তাঁর গুণ, দূর ও নিকট থেকে সকলের ফরিয়াদ শোনার শক্তি তিনি রাখেন, বিশ্বজাহানের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার সব রকমের এখতিয়ার তাঁরই; এই ধরনের আরো যত ইলাহী গুণাবলী আছে আল্লাহ ব্যতীত কোন নবী, ওলী এবং অন্য কাউকেও এই গুণের অধিকারী মনে না করা। করলে তা শির্ক হয়ে যাবে। বড় দুঃখের বিষয় যে, কবরপূজারীদের মধ্যে এই প্রকারের শির্ক ব্যাপক। তারা আল্লাহর উল্লিখিত গুণে অনেক বুযুর্গদেরকে অংশীদার বানিয়ে রেখেছে।أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=5

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন